দৈনিক খবর

তারিখ 19 MAR 1992
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৬

22

209

ছাত্রদলের কোন্দলঃ মারধোর অস্ত্র প্রদর্শন

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা খুবই খারাপ'

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পুনরায় উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। গতকাল বুধবার দুপুরে ডাকসু ভবনের সামনে ছাত্রদলের দু'গ্রুপের হাতাহাতি ও অস্ত্র প্রদর্শনের ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি আবাসিক হলে ছাত্রদল সমর্থকদের ব্যাপক সশস্ত্র অবস্থান লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

একজন উর্ধতন পুলিশ কর্মকর্তাকে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, অবস্থা খুবই খারাপ। যে কোন মুহূর্তে আবারো বন্দুক যুদ্ধ সংঘটিত হতে পারে।

জানা গেছে, গত মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ইলিয়াস গ্রুপের সমর্থকরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন এলাকায় ঈমন নামের একজন রতন গ্রুপ সমর্থক ছাত্রদল কর্মীকে মারধোর করে। এ ঘটনার জের ধরে রতন গ্রুপের কতিপয় সমর্থক বিবদমান অন্য গ্রুপটির কুদ্দুছ নামের একজন সমর্থককে মারধোর করে। অতঃপর গতকাল ছাত্রদলের দু'জনকে (জাকির ও ঈমন) বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করে।

এ খবর পেয়ে গতকাল সকাল থেকেই কিছুটা উত্তেজনা লক্ষ্য করা গেছে। এক পর্যায়ে গতকাল দুপুরের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ভবন এলাকায় বিবদমান দু'গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। এ সময় একজন ছাত্রদল কর্মী অন্য একজন কর্মীকে পেটে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলী করতে উদ্যত হয়। ছাত্রদল কর্মীটি এ সময় চিৎকার দিলে মধুর কেন্টিন থেকে অনেকেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য বের হয়ে আসে। রফিকুল ইসলাম জগলুসহ আরো কয়েকজন ছাত্রদল নেতার তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে তখন ঘটনাটি নিষ্পত্তি হয়ে যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায়। পরে সূর্যসেন হল ও মহসীন হলে দু'গ্রুপের সমর্থকরা সশস্ত্র অবস্থান নেয়। সাধারণ ছাত্ররা সংঘর্ষের আশংকা করে ইতিমধ্যে অনেকেই হল ত্যাগ করেছে।

গত সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকায় ছাত্রদল নেতা সাইফুল ইসলাম পটুকে অস্ত্র প্রদর্শনের পর এ ঘটনার সূত্রপাত বলে জানা যায়। উল্লেখ্য, পটু ঢাকা কলেজের ছাত্র এবং মহসীন হলে থাকেন।